দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 07 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

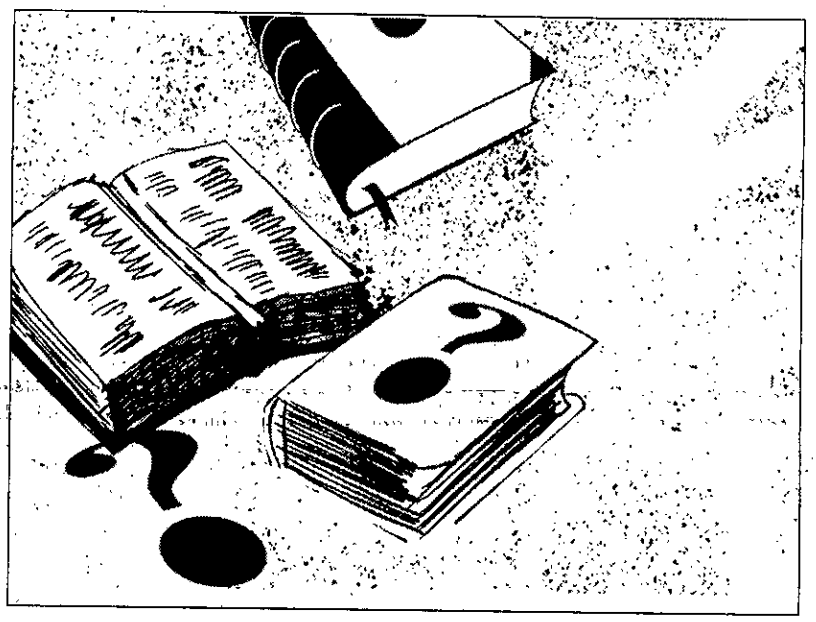

শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতায় জঙ্গীবাদের প্রবেশ

সাজ্জাদ কাদির

আমরা এর আগে বিভিন্নভাবে মাদ্রাসার জঙ্গী কানেকশনের কথা জানতে পেরেছি ও সব ধরনের প্রমাণ পেয়েছি। সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোতে আর একটি তথ্য-প্রমাণ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। আগে যদিওবা খানিকটা আঁচ করা গিয়েছিল। সেটি হচ্ছে শুধু মাদ্রাসা থেকে পাস করা গরিব-অসহায় ছাত্ররাই জঙ্গীবাদের সঙ্গে যুক্ত নয়। আধুনিক উচ্চবিত্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কলেজ এবং বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করা ছাত্ররাও জঙ্গীবাদের সঙ্গে যুক্ত। সীমিত আকারে বাংলা মাধ্যম থেকে পাস করা ছাত্ররাও যে জঙ্গী কানেকশনে যুক্ত সেটিও পরিলক্ষিত হচ্ছে। আমাদের দেশে বৈষম্যমূলক নানান শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। কেউ মাদ্রাসায় পড়ছে, কেউ বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজে পড়ছে আবার কেউ পাশ্চাত্য কারিকুলামের ইংরেজী মাধ্যম স্কুল-কলেজে পড়ছে। কী বিচিত্র ব্যবস্থা! একই জেনারেশন তিনভাবে বেড়ে উঠছে।

বাংলা মাধ্যমটি আমাদের ছেলেমেয়েদের বাঙালী হতে অনেকাংশেই সাহায্য করছে, সেটি বলা যায়। যেটির সিলেবাস এই দেশের শিল্প-সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, অর্জন, ভাঙ্গা-গড়া নানান বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছে। বঙ্কিম, শরৎ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, জসীম উদ্‌দীন, শামসুর রাহমানের অসাম্প্রদায়িক চেতনায় এই দেশ, এই মাটির সমাজ বাস্তবতার নিরিখে রচিত সাহিত্য দ্বারা গড়ে উঠছে বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের মনন। অন্যদিকে, শুধু ব্যাগ ভর্তি পাঠ্যবই পড়াটাই স্কুল-কলেজ নয়। সত্যিকার অর্থে স্কুল-কলেজ মানে পড়ালেখার পাশাপাশি খেলাধুলা, শিল্প-সংস্কৃতি, বিনোদন, সাহিত্যচর্চাসহ অনেক কিছুর সমন্বয়েই শিক্ষার আনন্দদায়ক একটি মাধ্যম। আর সেই লক্ষ্যেই অনাদিকাল থেকেই স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়মিত এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলার চর্চা হয়ে আসছে। নিয়মিত জাতীয় সংগীত গাওয়া হয়, নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ-নজরুল, অতুল প্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান গাওয়া হয়, আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরীর অমর একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গাওয়া হয়। পালিত হয় বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পহেলা বৈশাখসহ বাঙালীর নানান উৎসব। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েরা কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিভাবকের গভীর নজরদারিতেই বড় হয়ে থাকে। একটি বাড়ন্ত বয়সের ছেলেমেয়ের অভিভাবকের গভীর নজরদারি অত্যন্ত জরুরী। প্রতিনিয়ত বাস্তবভিত্তিক সমাজের মানুষ হওয়ার কারণে বাংলা মাধ্যমের ছেলেমেয়েদের জঙ্গী কানেকশনসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা অপেক্ষাকৃত কম। তবে এখানে একটি কথা বলে রাখা ভাল, গত ১৫/২০ বছরে স্কুল-কলেজগুলোতে শিল্প, সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলার চর্চা খানিকটা কমে গিয়েছে। এই কমে যাবার কারণে জঙ্গীবাদসহ নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে এখানকার ছেলেমেয়েরা। যে অংশটি অপরাধে জড়াচ্ছে সেটিকে আমরা আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, সামাজিকতার ভেতর বিভিন্ন কারণে প্রবেশ করাতে পারছি না। পাশাপাশি অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করাতে পারছি না যার কারণেই বিপথগামী হচ্ছে।

মাদ্রাসা শিক্ষা আবার নূরানী/তালিমুল, কুরআন/ফোরকানিয়া মাদ্রাসা, হাফেজি মাদ্রাসা, আলীয়া মাদ্রাসা, কওমী মাদ্রাসার মতো অনেক ভাগে বিভক্ত। মাদ্রাসার এই বিভাজনের মধ্যে ফোরকানিয়া এবং হাফেজি মাদ্রাসাকে বলা যায় প্রি-মাদ্রাসা। আর এটি বাচ্চাদের; যে কারণে তা নিয়ে প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে আলীয়া ও কওমী মাদ্রাসার অংশটি নিয়ে। যদিও আলীয়া মাদ্রাসায় বাংলা মাধ্যমের স্কুল-কলেজের সিলেবাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পড়ানো হয়। তবে বাংলা মাধ্যমের মতো এখানে যথাযথভাবে নিয়মিত এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলার চর্চা হয় না। নিয়মিত জাতীয় সংগীত গাওয়া হয় না, নিয়মিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না, নিদেনপক্ষে কবি নজরুলের সাম্যের গান, বিদ্রোহের গান, প্রেমের গানও গাওয়া হয় না; আবদুল গফ্‌ফার চৌধুরীর অমর একুশের গান গাওয়া হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পালিত হয় না বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, পহেলা বৈশাখসহ বাঙালীর নানান উৎসব। যার ফলে আমাদের নিজস্ব শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলা, সামাজিকতায় বেড়ে উঠতে পারছে না এখানকার ছাত্রছাত্রী। যার দরুন তাদের মধ্যে দেশপ্রেম তৈরি হচ্ছে না। অন্যদিকে কওমী মাদ্রাসা তো পুরোপুরিই এই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি জনগোষ্ঠী তৈরি করছে। এখানকার ছেলেমেয়েরা আরবী-ফার্সী কিংবা উর্দু ভাষাতে হয়ত ইসলামী শিক্ষায়, ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছে কিন্তু এই দেশ, এই সমাজ বাস্তবতার কোন আধুনিক পাঠ এখানে দেয়া হয় না। শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলার চর্চা তো বহু দূরের বিষয়। যে দেশ বা সমাজে আপনি বসবাস করেন সেই সমাজে চলতে গেলে সেই দেশ, সেই সমাজের বাস্তবতার পাঠ নেয়াও জরুরী। আর এই রকম একটি গলদপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থায় বেড়ে উঠছে এদেশের এক বিপুল জনগোষ্ঠী। যদিও বিভিন্ন মহল থেকে সরকারের প্রতি কওমী মাদ্রাসাগুলোর দেখভাল এবং সিলেবাস আধুনিক করার কথা বলা হচ্ছে দীর্ঘদিন থেকে। কওমী মাদ্রাসার প্রায় শতভাগ ছেলেমেয়ে অসহায়, দরিদ্র, অশিক্ষিত পরিবার থেকে আসে। যার ফলে অশিক্ষিত এবং অসচেতন অভিভাবকের পক্ষে সন্তানের প্রতি যথাযথ নজরদারি করাও সম্ভব হয় না। অভিভাবকের নজরদারির অভাবে সন্তান বিপথগামী হয় এটি এর আগে বহুভাবে পরীক্ষিত বিষয়।

আবার মাদ্রাসার ভাল দিকও সমাজে দৃশ্যমান। এখানে পড়ুয়া যে ছেলে বা মেয়েটি সঠিক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারছে, ধর্মীয় অনুশাসনকে আত্মস্থ করতে পারছে, আল্লাহর পথে, শান্তির পথে নিজেকে সঁপে দিতে পারছে সে সত্যিকারের মুমিন বান্দায় পরিণত হতে পারছে। তার দ্বারা কখনই কোন মানুষের ক্ষতি হতে পারে না কিংবা তাকে কারও দ্বারা প্ররোচিত করে বিপথগামী করাও সম্ভব নয়। ইসলাম তথা ধর্মের সঠিক নির্যাস গ্রহণ করার কারণে এই অংশটি সমাজে সঠিক পথেই বিচরণ করছে। যার উদাহরণ আলিয়া মাদ্রাসা থেকে দাখিল, আলিম, ফাজেল, কামেল পাস করা বহু বিশিষ্টজনের কথাও আমরা বলতে পারি যারা যথাযথভাবে সমাজকে আলোকিত করেছেন। এমনকি কওমী মাদ্রাসা থেকে পাস করাও অনেক বুজুর্গ ব্যক্তি আছেন যারা সমাজে সঠিক ধর্মীয় অনুশাসন পালনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। কিন্তু একটি বিরাট অংশ না পারছে সঠিক ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হতে, না পারছে নিজেকে আল্লাহর পথে, শান্তির পথে সঁপে দিতে এবং না পারছে আধুনিক সাধারণ জীবন যাপন বেছে নিতে। এই দুইয়ের মাঝে পড়েই এই অংশটি বিপথগামী হচ্ছে।

সম্প্রতি শহুরে উচ্চবিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্ত বাবা-মা কী শিক্ষিত কী অশিক্ষিত, প্রত্যেকে তাদের সন্তানকে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল-কলেজে পড়ানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। মনে হয় যেন সন্তানকে ব্যয়বহুল ইংরেজী মাধ্যমে না পড়ালে সমাজে প্রেস্টিজ থাকে না। ইংরেজী মাধ্যমে পড়া উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথাবার্তা, পোশাক, আচার-আচরণ দেখে মনে হবে ওরা যেন এদেশের কেউ নয়। নিজেরা নিজেদের মধ্যে আলাদা একটা সংস্কৃতির বলয় তৈরি করে নেয় ওরা। এর বাইরে অন্য কারও সঙ্গে তারা ঠিক খাপ খাইয়ে চলতে পারে না। নিজের গণ্ডির বাইরের লোকদের ব্যাপারে খানিকটা উন্নাসিক মনোভাবও তাদের মধ্যে দেখা যায়। তাদের হৈহুল্লোড়, আড্ডাবাজির ধরন-ধারণও যেন ভিন্ন। বেশিরভাগ ইংরেজী মাধ্যমের স্কুলগুলোয় বাংলায় কথা বলার অনুমতি থাকে না। শিক্ষার্থীদের ইংরেজীতে দক্ষ করে তোলার জন্যই এ নিয়ম। সন্তানের ইংরেজীতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অনেক পরিবারে বাবা-মা বাসাতেও ইংরেজীতে কথা বলে থাকেন। এতে করে সন্তানটি যে একেবারেই বাংলা শিখছে না তাতে তারা তেমন একটা চিন্তিত নন। বরং অনেক ক্ষেত্রে সন্তানের বাংলা না জেনে ইংরেজীতে দক্ষতা থাকাটাই বাবা-মায়ের অহঙ্কারের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার ইংরেজী মাধ্যমে পড়া অনেক শিক্ষার্থী না বাংলা না ইংরেজী জগাখিচুড়ি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। তারা কোন ভাষাই ভালমতো রপ্ত করতে পারে না। তবুও এমন মিশ্র ভাষা কিছুটা হলেও তাদের আভিজাত্য প্রকাশ করে থাকে। আমদানি করা ব্রিটিশ-আমেরিকান বিদেশী কারিকুলামে পাঠ্যপুস্তক পড়ার কারণে নিজের দেশ, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্পর্কে এরা এক রকম অন্ধই থেকে যায়। নিজের দেশ সম্পর্কে তাই খুব একটা আগ্রহও এদের মধ্যে প্রায় জন্ম নেয় না। বাবা-মায়েরাও চান সন্তানটির সুন্দর ভবিষ্যত যেন বাংলাদেশে থেকে নষ্ট না হয়। কোন উন্নত দেশে যেন তারা তাদের শিকড় গেঁথে নিতে পারে। ছোটবেলা থেকেই বাবা-মার পক্ষ থেকে এদের মগজে রোপণ করা হয় 'তুমি তো এই দেশে থাকবে না।' এখানেও মাদ্রাসার মতোই যথাযথভাবে নিয়মিত এদেশের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্য, খেলাধুলার চর্চা করা হয় না।

অন্যদিকে সন্তান কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে কিছুই খেয়াল রাখতে পারেন না। অভিভাবকের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্কের মধ্যে একটি দেয়াল তৈরি হয়ে যায়; যথাযথ বন্ধন তৈরি হয় না। অনেকে ভাবেন ইংরেজী মাধ্যমে সন্তানকে ভর্তি করানো মানেই ইউরোপ-আমেরিকার ভিসা অর্জন করা। বাস্তবতা হলো, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তান ইউরোপ-আমেরিকায় না গিয়ে এদেশেরই কোন বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে। এই দেশ, এই মাটি, এই দেশের সংস্কৃতি ধারণ করতে না পারার কারণে এই প্রজন্মটি সহজেই বিপথগামী হচ্ছে। নানা অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। কারণ এদের মধ্যে না আছে সঠিকভাবে ধর্মীয় অনুশাসন মানার ব্যবস্থা আর না আছে এই মাটির সংস্কৃতিকে ধারণ করার ব্যবস্থা। ফলে একটি বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী তৈরি হচ্ছে। আর এদেরকে টার্গেট করে জঙ্গীগোষ্ঠী তাদের ফায়দা হাসিল করছে। ভুক্তভোগী আমরা পুরো জাতি, পুরো সমাজ এর খেসারত দিচ্ছি।

আধুনিক বিশ্বে মানুষ হতে হলে ইংরেজী শিখতে হবে এবং ইংরেজী মাধ্যমেও পড়ালেখা করতে হবে। কিন্তু সেটি আমাদের মতো করে; আমাদের শিল্প-সংস্কৃতি, সাহিত্যের মধ্য দিয়ে। এক সময় আমাদের দেশেরই অনেক নামী-দামী স্কুল-কলেজে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ানো হতো। সেই সমস্ত স্কুল-কলেজ থেকে ইংরেজী মাধ্যমে পড়ালেখা করা বহু গুণীজন সমাজে এখনও আলো ছড়িয়ে যাচ্ছেন এবং এই দেশেই বসবাস করছেন। তাদের তো কখনও বিপথগামী হতে হয়নি। একটি আশার কথা হলো, বর্তমান সময়েও নানা অসাবতার মধ্যেও ইংরেজী মাধ্যমে পড়ালেখা করা বহু ছেলেমেয়ে পৃথিবী বিখ্যাত অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে এবং সেখান থেকে পড়ালেখা শেষ করে পৃথিবী বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষরও রাখছে; দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করছে।

আজকে সারা পৃথিবী জঙ্গীবাদের মরণ ছোবলে হিমশিম খাচ্ছে। বাংলাদেশও এর বাইরে নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ-তাদের সমাজ বাস্তবতায় এটির মোকাবেলা করবে। আর আমাদের সমাজ বাস্তবতায় এটির মোকাবেলা করতে হবে। কোন শর্টকাট মেথডে এটির মোকাবেলা সম্ভব নয়। আজকে সময় এসেছে সরকারের পক্ষ থেকে শিক্ষার যত মাধ্যম আছে সব ক'টিকে এক ছাতার নিচে আনা এবং তাদের মধ্যে সীমাহীন বৈষম্য দূর করা। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে আমি বাঙালী, আমি ব্রিটিশ-আমেরিকান, আমি এ্যারাবিয়ান এই ভাবধারা দূর করে সবাইকে বাঙালী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন বিকল্প নেই। সরকারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রতিটি মানুষকে সচেতন হতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা '৭১-এ প্রতিটি মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এদেশটিকে স্বাধীন করেছিলাম। আজকে যদি সবাই আবারও একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাই তাহলে এদেশ থেকে যেভাবে পাকিস্তানীরা পালিয়েছে, জঙ্গী গোষ্ঠীও ঠিক সেভাবে পালাতে বাধ্য হবে।

sazzadkadir71@gmail.com

শহুরে উচ্চবিত্ত-উচ্চ মধ্যবিত্ত বাবা-মা কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রত্যেকে তাদের সন্তানকে ইংরেজী মাধ্যমের স্কুল-কলেজে পড়ানোর জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ছেন। মনে হয় যেন সন্তানকে ব্যয়বহুল ইংরেজী মাধ্যমে না পড়ালে সমাজে প্রেস্টিজ থাকে না। ইংরেজী মাধ্যমে পড়া উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলেমেয়েদের কথাবার্তা, পোশাক, আচার-আচরণ দেখে মনে হবে ওরা যেন এদেশের কেউ নয়